তারিখ .....
পৃষ্ঠা ... 15 JAN 2017 .....
20 - 15

যুগান্তর

এনসিটিবির প্রাথমিক প্রতিবেদন

পাঠ্যবইয়ে ভুলের পক্ষে সাফাই ক্ষমা চেয়েছেন একজন

যুগান্তর রিপোর্ট

পাঠ্যপুস্তকে এবারের বিভিন্ন ভুলত্রুটির পক্ষে এনসিটিবির কর্মকর্তারা সাফাই গেয়েছেন। এমনকি কুসুমকুমারী দাশের কবিতা বিকৃত করাকে 'মূল ভাবার্থ' পরিবর্তন হয়নি বলেও দাবি করা হয়েছে। পাশাপাশি বলা হয়, বইয়ের সম্পাদনার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের মনোযোগের অভাবে বইয়ে বানান ভুল হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে দাখিলকৃত প্রাথমিক তদন্ত প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে। ৯ জানুয়ারি এটি শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল। প্রতিবেদনে দেখা যায়, এই ঘটনায় একজন সাধারণ ক্ষমা চেয়েছেন। এ কারণে এখন পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে কিনা তা জানা যায়নি। যদিও প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত তিনজনকে ওএসডি এবং সাময়িক বরখাস্তের মতো শাস্তি দেয়া হয়েছে। কমিটির পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন আগামী মঙ্গলবার জমা দেয়ার কথা রয়েছে। সূত্র জানায়, প্রাথমিক প্রতিবেদন শুধু গণমাধ্যমে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রতিবেদনের আলোকে করা হয়েছিল। তবে এখন পাঠ্যবই ধরে ধরে ভুল খোঁজা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক নারায়ণ চন্দ্র সাহা। তিনি যুগান্তরকে বলেন, ভুলের সঙ্গে প্রাথমিকভাবে যাদের জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া গেছে তাদের বিরুদ্ধে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ব্যবস্থা নিয়েছে। চূড়ান্ত প্রতিবেদনে অন্য কাউকে জড়িত থাকার প্রমাণ পেলে তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেয়ার সুপারিশ করা হবে। তিনি প্রতিবেদনে কী আছে তা জানাতে অপারগতা প্রকাশ করেন।

এদিকে পাঠ্যপুস্তকের বিভিন্ন ভুল নিয়ে বিতর্কের কারণে এর দায়দায়িত্ব নিয়ে নানা পর্যালোচনা চলছে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বই রচয়িতা, মূল পাণ্ডুলিপি অনুমোদনকারী, সম্পাদনা ও পরিমার্জনকারী, এমনকি জাতীয়

■ পৃষ্ঠা ১৬ : কলাম ৪

পাঠ্যবইয়ে ভুলের পক্ষে সাফাই ক্ষমা চেয়েছেন একজন

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটির (এনসিসিসি) সদস্যরাও সমান দায়ী। এসব ব্যক্তিদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেয়ার দাবি উঠেছে।

প্রাথমিক প্রতিবেদনে দেখা যায়, প্রথম শ্রেণীর বাংলা বইয়ের 'ও'তে 'ওড়না' নিয়ে সাফাই গেয়ে বলা হয়, ২০১৩ সালে ট্রাই-আউটের ভিত্তিতে ২০১৪ সালের পাঠ্যপুস্তকে তা ছাপা হয়েছে। 'অ'তে অজগর এর পরিবর্তে 'অজ' (ছাগল) এসেছে। ছাগল বোঝাতে ও শিক্ষার্থীদের আনন্দ দিতে আম খাওয়ার দৃশ্য দেখানো হয়েছে। অজ একটি প্রচলিত শব্দ। ২০১৩ সালের পাঠ্যপুস্তকেও এটা ছিল। এই স্তরের শিক্ষার্থীদের উপযোগী যুক্তাক্ষর ও কার বর্জিত শব্দ আছে মাত্র দুটি-তিনটি। শিক্ষাতত্ত্ব অনুসরণে এভাবে রচিত হয়েছে যা এনসিটিবি অনুমোদিত।

তৃতীয় শ্রেণীর বাংলা বইয়ের কুসুমকুমারী দাশের 'আদর্শ ছেলে' কবিতার বিকৃতির বিষয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কবিতার প্রথম লাইনে 'হবে' শব্দের স্থান পরিবর্তন এবং ৯ম লাইনে ১টি শব্দ 'চায়' সংশোধন করে 'চাই' করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কবিতার মূল ভাবার্থ পরিবর্তন করা হয়নি বলে দাবি করেছেন এ ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা লানা হুমায়রা খান।

এ প্রসঙ্গে কথাসাহিত্যিক অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম বলেন, যুক্তবর্ণ এড়াতে 'ওড়না' বা 'অজ' শব্দ ব্যবহারের যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। এটা খোঁড়া যুক্তি। পাঠ্যবইয়ে যুগ যুগ ধরে যুক্তবর্ণের ব্যবহার ছিল। ইংল্যান্ডে শব্দ শেখাতে অনেক শক্ত ইংরেজি ব্যবহার করা হয়। তিনি প্রশ্ন রেখে বলেন, কবিতার লাইনে শব্দ ওলটপালটের এখতিয়ার এনসিটিবিকে কে দিয়েছে? মাত্র তিন বছরের মাথায় পাঠ্যবইয়ে কবি-লেখকদের লেখা সংযোজন-বিয়োজনের প্রয়োজন কেন পড়ল?

প্রতিবেদনে দেখা যায়, তৃতীয় শ্রেণীর 'হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা' বইয়ের পেছনে 'Do not Heart anybody' ভুলের বিষয়ে আর্টিস্ট সুজাউল আবেদিন স্বীকার করেছেন। তবে কভার পৃষ্ঠার দাফতরিক কাজ সম্পাদনা শাখার। মনোযোগ দিয়ে কাজ না করায় ভুল হয়েছে বলে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। পঞ্চম শ্রেণীর 'বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়' বইয়ে নজর এড়িয়ে যাওয়ার কারণে 'ঘোষণা' বানান ভুল ছাপা হয়েছে। এজন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন এনসিটিবির বিশেষজ্ঞ মো. আবু সালেক খান।

গণমাধ্যমে ব্যাপক সমালোচনার পর ভুলে ভরা পাঠ্যবই সংশোধনের জন্য ৬ জানুয়ারি এনসিটিবির সদস্য (অর্থ) অধ্যাপক কাজী আবুল কালামকে আহ্বায়ক করে তিন সদস্যের একটি পর্যালোচনা কমিটি গঠন করে। পরে শিক্ষামন্ত্রীর নির্দেশে ৩ ঘন্টার মধ্যে গত ৯ জানুয়ারি প্রাথমিক প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। রিপোর্ট পাওয়ার পরই এনসিটিবির প্রধান সম্পাদক প্রীতিশ কুমার সরকার ও ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ লানা হুমায়রা খানকে ওএসডি করা হয়। পরদিন জরুরি সংবাদ সম্মেলন করে কাউকে ছাড় না দেয়ার ঘোষণা দেন মন্ত্রী। এর কয়েক ঘন্টার মধ্যে সাময়িক বরখাস্ত করা হয় ডিজাইনার সুজাউল আবেদিনকে। এ ঘটনায় বর্তমানে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব রুহী রহমানের নেতৃত্বে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত কমিটি কাজ করছে।